REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মুরারি বটিকা।

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র।

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী
১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

১৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৫ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৩ ইংরাজী 21st July 1926. | ৪র্থ সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ৩১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ আর পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২।০
" " ছোট শিশি ১।০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সমুখে বর্ষা আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষজ রোগে সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫।০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন মুখকে সুন্দর করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন চুলকে খুব কাল করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন চিন্তাশীলের সহায়।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন রমণীর অতি প্রিয়।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন সবারই নিত্য প্রয়োজ

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

রমণী-রক্ষায় অশোকারিষ্টের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্ট" রমণীরক্ষক হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবহার করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১॥০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ॥৵০ দশ আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা এক আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৫ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৩ সাল।

দেশবন্ধু-স্মৃতি বার্ষিকী।

গত ২৬শে আষাঢ় জঙ্গিপুর রঘুনাথগঞ্জ বাসীরা দেশবন্ধুর স্মৃতি পূজা যথারীতি করিয়াছে। প্রাতঃকালে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির ও অপরাহ্নে দেশবন্ধু পাঠাগারের উদ্যোগে শোভাযাত্রা বাহির হইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়াছে। সন্ধ্যায় সরস্বতী লাইব্রেরী হলে একটী সভা হয়। শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থলে কেহ কেহ বিলাতী কাপড় পড়িয়া যাওয়ায় শ্রীমান শ্যামাপদ ঘোষ দেশবন্ধুর দেশপ্রাণতা স্মরণ করিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সমাগত অধিকাংশ ব্যক্তির কপটতার বিষয় মনে করাইয়া যে বক্তৃতা দান করেন তাহা অনেকেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল।

উদ্ভট বিবাহ।

পাত্রের পিতার নাম শ্রীহৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, পাত্রের নাম শ্রীমান গুরুপদ মুখোপাধ্যায় সাং বেলেরি (বীরভূম)। কন্যার নাম শ্রীমান কালিপদ মুখোপাধ্যায়, কন্যাকর্ত্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাং পাঁচড়া (বীরভূম)।

গত আষাঢ় শুভ লগ্নে সুতহিবুক যোগে কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত গুরুপদ মুখোপাধ্যায়ের শুভ অদ্ভুত বিবাহ বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গ্রামস্থ রহস্যপ্রিয় যুবকবৃন্দ বিশেষ উৎসাহের সহিত এই অদ্ভুত বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছিলেন পাত্র গুরুপদ বয়স ২২ বৎসর মাত্র। ইতিমধ্যে ৬টি বিবাহ করিয়াছে। ৭ম বার বিবাহ করিতে সংকল্প করিয়া পাত্রীর অনুসন্ধানে পাঁচড়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলে কয়েক জন যুবক গুরুপদকে কিছু শিক্ষা দিবার জন্য এরূপ আয়োজন করে। পুরোহিত, নাপিত, ছাঁচতলা এমনকি বাসর ঘর প্রভৃতির আয়োজনেরও ত্রুটি ছিল না। বাসর ঘরে কতকগুলি ইতর শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরও বন্দোবস্ত করা হয়। তাহারা বাবাজীকে কিছু নগদ আঙ্কেল দিয়া পাত্রের প্রকৃত অবস্থা দেখাইয়া দেয়। বাবাজী এইরূপ চক্ষুদান পাইয়া রাত্রেই কোথায় অন্তর্হিত হইয়া পড়ে। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ জন্য পাত্রকে ২৷৷০ টাকা দিতে হইয়াছিল, অন্যান্য খরচ পাঁচজনের চাঁদায় সংগৃহীত হয়। বাবাজীর যদি মানুষের চামড়া থাকে তবে আর বিবাহের নাম করিবে না। সাধু সাবধান!

বহুমূত্রে বিছুটি।

রথারহামের হাসপাতালে সম্প্রতি একটি বহুমূত্রের রোগীর ওজন ২ মণ ৩৩ সের হইতে ১ মণ ৩৮ সের দাঁড়াইয়াছিল। এই রোগিটিকে বিছুটীর গাছ খাওয়াইয়া তাহার মূত্রের শর্করার যথেষ্ট কমান গিয়াছে। এখন ক্রমে তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে। ডাঃ অকসলী আরও দুইটি বহুমূত্রের রোগীকে বিছুটি ব্যবহার করাইয়া আশাতীত ফল পাইয়াছেন। ইনি বিছুটির চারাগাছ এবং উহার পাঁচন খাওয়াইতেন। তিনি বলেন, বিছুটীর গাছের মধ্যে ইনসুলিনের সমস্ত গুণ বর্ত্তমান আছে। ক্রমাগত এই ঔষধ তিন দিন ব্যবহার করিলে বহুমূত্রের শর্করার নিশ্চয়ই হ্রাস হয়।

শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গীর কারাদণ্ড।

৯৪নং কলিন ষ্ট্রীট বাসিনী শ্রীমতী এস, ফ্রেডরিসন 'গোলকুণ্ডা' নামক জাহাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার টেলারের ১৫০০ টাকার জিনিস চুরি করিয়াছিল এবং এলফ্রেড জ্যাকসন নামক একজন ইউরোপীয় ঐ চোরাই দ্রব্যের কিয়দংশ বিক্রয় করিয়াছিল বলিয়া উভয়েই চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টাইসনের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। শ্রীমতী ফ্রেডরিসন চৌর্য্য ও জ্যাকসন চোরাই দ্রব্যাংশ বিক্রয় জন্য দোষী প্রতিপন্ন হওয়ায় উভয়েই এক মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

কলম্বোয় সাধু বালক।

কলম্বোয় নাকি একটী দশ বৎসরের ভারতীয় বালক সাধু আসিয়াছে। তাহার এমন অলৌকিক ক্ষমতা আছে যে, সে আশ্চর্য্যভাবে মোটর, বাস এবং ট্রাম চলা বন্ধ করিয়া দিতে পারে। ভাড়া না দেওয়ায় তাহাকে নাকি একটী ট্রামগাড়ী হইতে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে সে নাকি দেড় ঘণ্টাকাল ট্রামগাড়ীর গতি বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

বিনাপণে বিবাহ।

গত ২২শে আষাঢ় গ্রে ষ্ট্রীট নিবাসী পাটনার প্রসিদ্ধ উকিল ষোড়শীচরণ মিত্রের পৌত্রী পুষ্পরাণীর সহিত ৪নং সুকিয়া ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ বসুর শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রপক্ষ কোনরূপ পণ গ্রহণ করেন নাই। সমাজ কি এ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে?

আত্মহত্যা।

৫ই শ্রাবণ বুধবার রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত গদাইপুর গ্রামের হরিদাস ভট্টাচার্য্য তাহার স্ত্রীকে পাঁঠাকাটা দা'য়ের দ্বারা খুন করিয়াছে। প্রকাশ যে হরিদাসের পাগলামীর লক্ষণ বহুদিন হইতেই আছে। ঘটনার কয়েকদিন পূর্ব্বে গ্রামবাসী কয়েকজন লোকের সহিত তাহার ঝগড়া হইয়াছিল। সেইজন্য সে কয়েকদিন যাবত বাড়ীর বাহির হয় নাই। আপন মনে সে দা'য়ে ধার দিত এবং অমুককে কাটবো অমুককে মারবো বলে কেবল বিড়বিড় করতো। সে কয়েক দিন কিছুই খায় নাই। ঘটনার দিন তার স্ত্রী স্নান করিয়া ভিজে কাপড় বদলাইতেছিল, এমন সময়ে হরিদাস তার নিকটে মুড়ি খাইতে চাহে। স্ত্রী বলে যে কাপড় ছেড়ে মুড়ি দিচ্ছি। হরিদাস ইহাতেই উত্তেজিত হইয়া হতভাগিনীর ঘাড়ে এক কোপ মারে তাহাতেই তাহার ইহলীলা অবসান হইয়াছে! স্থানীয় পুলিশ হরিদাসকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। সে খুন অস্বীকার করে না। হাকিমের সামনেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে। তাহাকে বহরমপুর চালান দেওয়া হইয়াছে।

ভীষণ বজ্রপাত।

গত ১লা আষাঢ় বৈকালে ত্রিপুরা আগর তলায় একঘণ্টাকাল ভীষণ বৃষ্টি ও বজ্রপাত হইয়া বহু মানুষ ও পশু মারা গিয়াছে। ৬ মাইলের মধ্যে ৩টি পশু ও ৬টি মানুষ মারা গিয়াছে।

জঙ্গিপুরে হিন্দু মুসলমান সমস্যা।

কলিকাতায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা দোফলা, তেফলা হইয়া দেখা দিয়াছে। পাবনায় লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়াছে। জঙ্গিপুর অন্যান্য বিষয়ে পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেও এই অকার্য্যে ঠিক তালে তাল রাখিতে পারিয়াছে। এক্ষেত্রে "জাগে কলিকাতা জাগিল পাবনা, জঙ্গিপুর শুধু ঘুমায়ে রয়।" এই বলিয়া আমাদের আপশোষ করিবার উপায় নাই। প্রথমে জঙ্গিপুরে হরিনাম সংকীর্ত্তনের দল মসজিদের নিকট দিয়া যাইবার সময় মুশলমানেরা (দেশের সমস্ত মুশলমান অবশ্যই নহে) বাধা দেয়। হরিনামের দল সেই রাস্তা দিয়া যাইবেই। মুশলমানরাও নমাজের জন্য আপত্তি করে। ঈশ্বর ইচ্ছায় আপত্তি হইতে বিপত্তির সৃষ্টি হয় নাই। সবডিবিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ উপস্থিত হইয়া তাল রক্ষা করিয়া হরিনামের দলকে রাস্তা দিয়া চলিতে দেন। ফলে সরকার বাদী হইয়া দুই মামলায় দুই দলকে আসামী করে। মামলা দুইটী ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। হরিনামের দলকে কখনও পাশ লইতে হইত না অতঃপর হাকিম বাবুর হুকুম—বিনা পাশে হরিনামের দল বাহির নিষেধ।

দ্বিতীয় দফায় জমিদার শ্রীমতী কিরণবালা দেবীর কালী প্রতিমা সরকারের হুকুম লইয়া মসজিদের নিকটবর্ত্তী রাস্তা দিয়া বিসর্জ্জন করিতে যাইবে, মুশলমানগণ (কেহ বলে হাজার, কেহ বলে দু পাঁচ হাজার) মসজিদের নিকট জমায়েৎ হইয়া বাধা দিল। প্রতিমা আর যাইতে পারিল না সেইখান হইতে ফিরিয়া (about turn) গঙ্গা গর্ভে নিমজ্জিতা হইল। কিরণবালার পক্ষ হইতে মামলা হইল।

১৬ জন মুসলমান আসামী হইয়া জামিনে খালাস আছে। ইতি মধ্যে কে বা কাহারা কয়েকটী হিন্দুর বাড়ীতে মাংস অনুমান গোমাংসই নিক্ষেপ করে। মামলা স্থানান্তরিত করার জন্য আসামী পক্ষ হাইকোর্টে আবেদন করেন। কেন মামলা স্থানান্তরিত হইবে না বলিয়া রুল জারী হইয়াছে। এ মামলাও ঝুলন্ত অবস্থায়। তৃতীয় দফা—মহরমের দিন জঙ্গিপুরের মুসলমানগণের তাজিয়া বাহির হয়। অবশ্য তাঁহারাও পাশ লইয়াছিলেন। মহাবীরের মন্দিরের নিকটে তাজিয়া আসিলে তাহারা মন্দিরের সংলগ্ন বৃক্ষের নীচ দিয়া তাজিয়া লইয়া যাইতে চাহে। তাহাদের গন্তব্য পথের উপরে উক্ত বৃক্ষের ডাল না কাটিলে যাওয়া যায় না। পুলিশ বলে যে এই রাস্তা দিয়া যাইবার হুকুম পাশে নাই, সুতরাং এ রাস্তা দিয়া তাজিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। ফলে মুসলমানগণ দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই খানেই তাজিয়া নামাইয়া আর তোলে নাই। মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান বাহাদুর রাস্তা অবরোধ জন্য মুসলমানগণের উপর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাজিয়া তুলিয়া লইবার নোটিশ দেন। মুসলমানগণ তদনুসারে নীরবে তাজিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

শোনা যাইতেছে যে মুসলমানেরা এই তাজিয়া আটকান ব্যাপারে বহু হিন্দুকে আসামী করিয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নাকি দরখাস্ত করিয়াছে।

মোট কথা বর্ত্তমানে ভগবৎ ভক্ত ও খোদার বান্দারা মামলা মন্দিরেই কায়দা কসরৎ করিতেছেন। ভগবান ও খোদাতাল্লার নিকট প্রার্থনা যেন এইখানেই অভিনয়ের যবনিকা পতন হয়।

—

পণ্ডিত প্রেস।

এই প্রেসে জমিদারী সেরেস্তার চেক, দাখিলা, আরজী, ওকালতনামা, নিমন্ত্রণ পত্র, বিবাহের প্রীতি-উপহার, স্কুলের প্রশ্নপত্র, বেতন আদায়ের রসিদ, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, সেটেলমেণ্টের নানারকম ফরম প্রভৃতি যাবতীয় ছাপার কাজ নূতন অক্ষরে সুলভে ও সত্বর হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত প্রেস।
রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ।)

সম্পত্তি বিক্রয়ের নোটিশ।

ষ্টেট কাঞ্চনতলা মধাম তরফে ঋণ পরিশোধার্থে নিম্নলিখিত মহালদ্বয় উক্ত ষ্টেটের কাঞ্চনতলাস্থিত কামরাবাটী মোকামে প্রকাশ্য নীলামে সর্ব্বোচ্চ ডাকে আগামী ১৮ই জুলাই (২রা শ্রাবণ সোমবার) তারিখে বিক্রয় করা হইবে; এবং গ্রাহকগণের সর্ব্বোচ্চ ডাক উপযুক্ত মূল্য বলিয়া বিবেচিত হইলে ঐ দিবসেই নীলাম চূড়ান্ত করা হইবে। গ্রাহকগণ এতদ্ব্যতীত আন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট জানিতে পারিবেন।

মহালের নাম।

১। ডিহি বড়শিমুল ও তদন্তর্গত নিষ্কর ও জোতজমা।
২। তঃ বিজয়পুর ঐ মধ্যে নিষ্কর ও জোতজমা।

শ্রীগঙ্গাচরণ গুহ খাসনবিশ
ম্যানেজার।

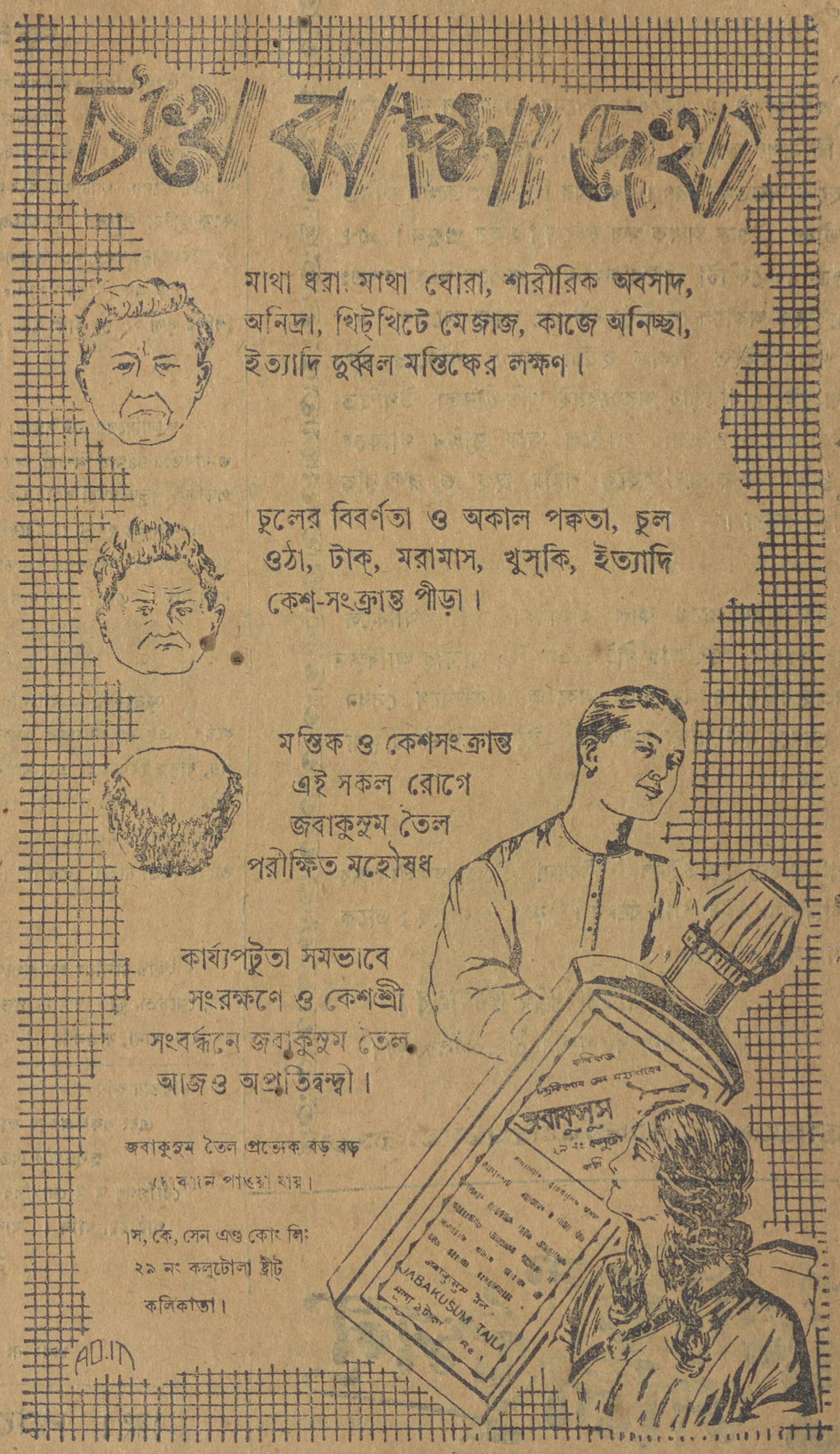

নানাবিধ দেশী ও বিলাতী সব্জী বীজ মুরশুমি ফুল ও

কপী বীজ

ইত্যাদির সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য লিখুন সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক উচ্চহারে কমিসন দেওয়া হয়।

বঙ্কিম প্রসাদ ঘোষ এণ্ড কোং
পোঃ বালী, হাবড়া।

সর্ব্বজ্বর বিনাশক

ব্রানটন মিকশ্চার।

ম্যালেরিয়ার হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি।

অদ্যই আনাইয়া লউন।

বড় শিশি ১৬ মাত্রা ১।০
ছোট শিশি ৮ মাত্রা ৸০ মাত্র।

ব্রানটন ফার্ম্মেসী।
৬৭, সুকিয়া ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা।

ডাঃ নন্দলাল পাল।
রঘুনাথগঞ্জ।

দুর্দ্দিন থাকিবে না, শীঘ্রই সুদিন ফিরিয়া পাইবে।

শুধু অর্থাভাবই যে মানবের দুর্দ্দিনের কারণ সে কথা ঠিক নহে। জিনিষের দুর্ম্মূল্য, বিলাসিতা, শরীরের ব্যাধি এই কয়টীই হচ্ছে অন্যতম কারণ। ব্যাধির ভিতর শুক্রক্ষয় জনিত পীড়াই ভীষণ। শুক্র অধিক ক্ষয় হইলে কি হয় শুনুন। এক ফোঁটা শুক্র ৪০ ফোঁটা রক্তের সমান। কুপথে থাকা বশতঃ বা কুস্বভাবহেতু অকালে যে বীর্য্য নষ্ট হয়, তাহা অপেক্ষা ৪০ গুণ রক্ত শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। শরীরের রক্ত অধিক ক্ষয় হইলে, যাবতীয় অবয়বেরই শক্তিহীনতা উপস্থিত হয়। ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইলে আর দুর্দ্দিন থাকিবে কেন? দুর্দ্দিন দূর করিতে হইলে শরীর সুস্থ ও রক্ত বৃদ্ধি করা একান্ত কর্ত্তব্য।

রক্ত বৃদ্ধি করিয়া সুখে কাল কাটাইবার ইচ্ছা থাকিলে কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ এম, জি, শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা ও অমৃতার্ণব অবলেহ একযোগে সেবন করুন। সেবনে নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হইবে। উভয়ের মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

বিস্তারিত জানিতে হইলে ঐ ঠিকানা হইতে অমূল্যবান্ধব বা কামশাস্ত্রখানি লইয়া পাঠ করুন। মূল্য ত নাইই; ডাকে লইতে মাশুলও লাগে না।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের শুভে, বর-কনের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৵৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, ঘোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৵৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালক-দিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১॥৹ দেড় টাকা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

১নং। দামোদর সুধা।ঃ—

মূল্য ॥৵৹

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মাশুলাদি স্বতন্ত্র

২নং বিনা অস্ত্রে আরোগ্য অপেরাণ।ঃ—

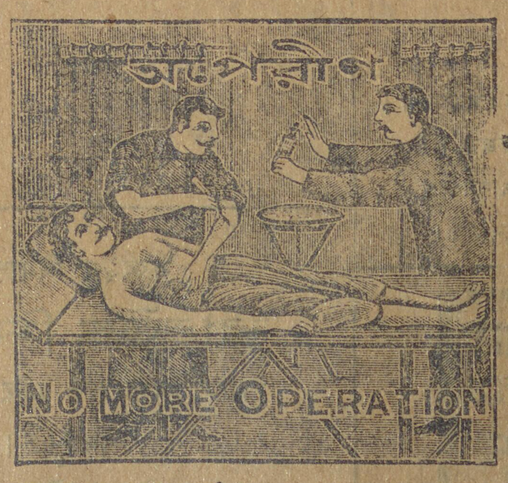

বাগী, ফোঁড়া, ঠুন্‌কা, উরুস্তম্ভ, শীত্‌লী ব্রণ, কাকবিড়ালী, পৃষ্ঠব্রণ এমন কি আব (Tumour) প্রভৃতি প্রথম অব-স্থায় বাহ্য প্রয়োগে বসিয়া যাইবে, এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায়।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ।৹ আনা।

৩নং। স্পিরিট ক্যাম্ফর ঃ— ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৵৹ আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

৪নং। একজিমন ঃ— একজিমা বা কাউরের একমাত্র মলম। মূল্য ॥৹ আনা।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।